বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র হতে দেওয়া হবে না

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কাউকে ষড়যন্ত্র করতে দেওয়া হবে না। মানুষের ভোটের অধিকার নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি করতে দেওয়া যাবে না। সকলেই প্রস্তুত থাকুন, নির্বাচনের জন্য সকলকে প্রস্তুত করুন এবং যারা নির্বাচনকে বানচাল করতে চায় বা নির্বাচনকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র করবে, আগামী দিনে গণতন্ত্রের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে তাদের আমরা রুখে দিতে পারব।

১৭ বছর আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছি। বিএনপি, জামায়াত, অন্যান্য সকল সংগঠন যারা রক্ত দিয়েছেন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন আজকে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশের মঞ্চ থেকে আমি আপনাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করতে চাই, এ কাজ করবেন না, বিএনপিকে ক্ষমতায় যাওয়া ঠেকাতে গিয়ে জনগণের ভোটের অধিকার ছিনতাই করবেন না।

গকতাল মঙ্গলবার বিকেলে শহরের ড. শামসুজ্জোহা পার্কে বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন, কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

তিনি আরও বলেন, আমরাই বলেছিলাম দিন বদলাবে, দিন হবে মানুষের সেই মানুষের দিন প্রতিষ্ঠার এ লড়াই আমরা শুরু করেছিলাম ১৭ বছর আগে। সেই লড়াই আগামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে এই রাষ্ট্রের মালিকানা আমরা জনগণের কাছে ফেরত দিতে চাই।

মেহেরপুর জেলায় যে কমিটি হয়েছে সেটি বিএনপি’র ছোট কমিটি। কমিটি ছোট হোক, তারপরেও ওই বিএনপিকেও আমাদের রক্ষা করতে হবে। ছোট হোক, রক্ষা করতে হবে। মেহেরপুরের লক্ষ্য মানুষ আমাদের সাথে আছে। তাই কারোর বিরুদ্ধে আর অভিযোগ করব না। ঐক্যবদ্ধ থাকুন। তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

মেহেরপুরের নবাগত এসপি ও ডিসিকে উদ্দেশ্য করে মাসুদ অরুণ বলেন, নতুন কমিটির ফোনে কাজ করার আগে জনগণের ভাষা বুঝবেন। জনগণের ভাষা

বুঝে যদি কাজ না করেন, আগামীতে পার্কে সমাবেশ হবে না, সমাবেশ হবে ডিসি অফিসের সামনে, হবে এসপি অফিসের সামনে। আগামীতে কাউকে জনগণের স্বার্থের বাইরে এক পা ফেলতে দেওয়া হবে না।

আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, কোনো সময় পুলিশ দিয়ে ভোট, কোনো সময় রাতের বেলায় ভোট, কোনো সময় ডামি ভোট করে শেখ হাসিনা ১৬ বছর ক্ষমতায় ছিল। এই ১৬ বছরে শেখ হাসিনা অজস্র মায়ের বুক খালি করেছে, অসংখ্য বিএনপি’র ছেলেদের ক্রসফায়ার দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের সম্পদ লুট করে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে পাচার করেছে। এর বিরুদ্ধে এই ১৬ বছর কঠোর লড়াই কারা করেছে?

এই মেহেরপুরের মাটিতে পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র, র্যাবের ক্রসফায়ারের ভয়, বিডিআরের বন্দুককে উপেক্ষা করে, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের রুক্ষ চক্ষুকে উপেক্ষা করে এই মেহেরপুরের মাটিতে শেখ হাসিনা বিরোধী লড়াই কারা করেছিল? আপনারা, এই মাঠে যারা উপস্থিত আছেন, আপনারাই লড়াই করেছিলেন।

এসময় আরও বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা তাঁতীদলের সভাপতি আব্দুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির প্রমূখ।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদকের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের সিংহাটি গ্রামে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে

গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিংহাটি গ্রামে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসংযোগকালে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “নির্বাচন নিয়ে কোনো প্রকার তালবাহানা বা প্রহসনের চেষ্টা করলে তা জনগণ মেনে নেবে না। বিএনপি সবসময় জনগণের অধিকার আদায়ে আন্দোলনে অবিচল রয়েছে।”

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক সাহিদুর ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ হোসেন, বারাদি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলু, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান মুকুল, ৭ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি জিনারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, বারাদি ইউনিয়ন বিএনপি নেতা শামীম রেজা রুনু, রিপনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে বিএনপি’র দুপক্ষের সংঘর্ষে নিহত-১, আটক-৩

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএনপি’র দুপক্ষের সমর্থকদের বাকবিতন্ডার মাঝে পড়ে মফেজ আলী নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। নিহত মফেজ আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের ভিটাপাড়া এলাকার জামাল আলীর ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে কালিগাংনী গ্রামের ঘোনারমোড় নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে। এদিকে এ ঘটনার জের ধরে পুলিশ এবং র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) ঘটনাস্থল থেকে রাত সাড়ে ১০ টার দিকে ৩ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছেন। মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন, ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তারা হলেন, শুকুর আলীর ছেলে প্রবাস ফেরত জিনারুল ইসলাম, সাবদার আলী ও তার ছেলে হাসানুজ্জামান।

স্থানীয়রা জানান, স্থানীয় একটি চা দোকানে স্থানীয় ইউপি সদস্য কাসেম আলী ও বিএনপি কর্মী সাবদার আলীর মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হয়।

এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে কিল-ঘুষি শুরু হয়। এসময় নিহত মফেজও যুক্ত হয়। এসময় সাবদার আলী তার বুকে লাথি মারলে মাটিতে পড়ে যায় সে। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীনের নেতৃত্বে থানা পুলিশ, ডিবি পুলিশ ও র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাবের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছান। পরে সাবদার আলী বাড়ির প্রাচীর টপকে ভিতরে ঢুকে সাবদার আলী তার ছেলে হাসানুজ্জামান ও মালেশিয়া প্রবাস ফেরত জিনারুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেন।

তবে, নিহতের পিতা জামাল আলী পুলিশকে বলেন, আমার ছেলেকে কেউ আঘাত করেনি। সে কিল-ঘুষির মাঝে পড়ে মারা গেছে।

ওসি মেজবাহ উদ্দীন বলেন, ঘটনার সাথে জড়িত আমরা একজনকে হেফাজতে নিয়েছি। এছাড়া লাশ ময়নাতদন্তের জন্য উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এছাড়া অপ্রিতিকর কোনো ঘটনা এড়াতে পুলিশ ও র্যাব গ্রামে রয়েছে।

উল্লেখ্য, নিহত মফেজ মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন সমর্থক ও ইউপি সদস্য কাসেম আলী সমর্থক।

মেহেরপুরে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

মঙ্গলবার বিকেলে শহরের ড. শামসুজ্জোহা পার্কে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

এসময় আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান,
জেলা তাঁতীদলের সভাপতি আব্দুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির প্রমূখ।

ছোট ছোট মিছিল আকারে এসে পার্কের সমাবেশস্থল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।

বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য হলেন জাকির হোসেন

বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠণ করা হয়েছে। কমিটিতে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রাথী ও শিক্ষক নেতা জাকির হোসেনকে সদস্য করা হয়েছে।

গত ১ সেপ্টেম্বর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আহবায়ক প্রফেসর ডা. জেড এম জাহিদ হোসেন এবং সদস্য সচিব কাদের গণি চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের বিদ্যামান আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।

আগামী ৯০ দিনের মধ্যে এ পরিষদের সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠানের জন্য ইসমাইল জবিউল্লাহকে আহবায়ক করে ১১ সদস্যর কমিটি গঠণ করা হয়েছে।

বাকি সদস্যরা হলেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, প্রফেসর ড. মোর্শেদ হাসান খান, কাদের গণী চৌধুরী, ইঞ্জি. শাহরিন ইসলাম তুহিন, ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল, প্রফেসর আব্দুস সালাম, প্রফেসর মোস্তাফিজ, জাকির হোসেন, রফিকুল ইসলাম, মোকসেদুল মোমেনিন মিথুন।

দর্শনা পৌর বিএনপি’র সম্বনয়ক ইয়াবাসহ আটকের ৪ ঘন্টা পর মুক্ত

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ৪০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দর্শনা পৌর বিএনপি’র সম্বনয়ককে আটক করছে।

জানা গেছে, গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র নেতৃত্বে দর্শনা ক্যাম্পের বিজিবি অভিযান চালায় দর্শনা পুরাতন বাজার টুকু মিয়ার ‘স’ মিলের সামনের দর্শনা-মুজিবনগর সড়কের পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় দশর্না মুজিবনগর সড়কের উপর থেকে তাকে আটক করে। পরে তার মোটরসাইকেলের সিটের নিচ থেকে ৪০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করে। এ ঘটনায় স্থানীয় গণ্যমান্য লোকজন তার এ আটকের ঘটানাটি ষড়যন্ত্রমুলোক বলে তাঁকে ছেড়ে দিতে বিজিবি’র কাছে আবেদন করলে ৪ ঘন্টা ধরে বিজিবি ব্যাপক তদন্ত শেষে তাকে ছেড়ে দেন।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল নাজমুল হাসান জানান, দশর্নার স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ বিষয়টি ষড়যন্ত্রমুলোক ভাবে, কে বা কাহারা ফাঁসাতে এমনটি করেছে বলে জানান। এরপরও ব্যাপক তদন্ত শেষে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দশর্না থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের কাছে বিজিবি একটি লেখা নিয়ে এসে তদন্তের সার্থে আবার বিজিবি ক্যাম্পে চলে যায়। এছাড়া আর কিছুই জানি না। রামনগর গ্রামের লোকজন জানান, রেজাউল ইসলাম এর বিরুদ্ধে ইতোপুর্বে এ ধরনের কোনো অভিযোগ আমরা পায়নি।

মেহেরপুরে বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে শহরের কলেজ মোড়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, দীর্ঘদিনের বাকশাল বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কারণে। আজ বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমাদের শপথ নিতে হবে বাংলাদেশে আর কখনো ফ্যাসিবাদের জন্ম হবে না। বাংলাদেশ থেকে মুজিববাদকে চিরতরে ধ্বংস করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ১/১১ এর কুশীলবাদের বিচার এদেশে করতেই হবে। ২০০৭ সালে যারা বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে বিএনপিকে বাদ দিয়ে নতুন দল গঠনের ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের বিচার বাংলার মাটিতেই হবে। স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাস বিএনপি বারবার প্রমাণ করেছে।

সমাবেশ শেষে কলেজ মোড় থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ওয়াদা পাড়া মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে নেতৃত্ব দেন, জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন

ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

র্যালিতে অংশ নেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাপি, আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

এছাড়াও গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস, জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঝিনাইদহে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ সোমবার বেলা ১১টায় শহরের উজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন, জেলা বিএনপি’র সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ। শোভাযাত্রাটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বর সংলগ্ন স্বাধীন চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে জেলা সদরের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে নেতা-কর্মীরা শ্লোগানে শ্লোগানে মিছিল নিয়ে শহরের চতুর্দিক থেকে এসে একই জায়গায় জড়ো হয়। পরে জেলা বিএনপি’র সভাপতির নেতৃত্বে শোভাযাত্রা বের করা হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান

মনা, সহ-সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস প্রমুখ।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক এম শাহজাহান আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপ্পু,

জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবীব রনক, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, মহিলা দলের সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুন্নাহার লিজি, সাধারণ সম্পাদক তহুরা খাতুন, ছাত্রদলের সভাপতি এসএম সমিনুজ্জামান সমিন, সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিক, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলমসহ বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গগসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

বক্তারা বলেন, নির্বাচন নিয়ে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র হলে তার জবাব রাজপথেই দেওয়ার হুশিয়ারি দেন। আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে রাষ্টক্ষমতায় আনতে সকল নেতাকর্মীকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।

শহীদ জিয়াউর রহমান গণতন্ত্র উদ্ধার করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন

আমরা চেয়েছিলাম এদেশ থেকে ফ্যাসিবাদ বিতাড়িত হোক, আমাদের দেশের মানুষ গণতন্ত্র ফিরে পাক। অন্তত আমাদের ভোটের অধিকারটা নিশ্চিত হোক। আমরা কোনো সন্ত্রাসবাদী দল নই। আমরা রাতের আঁধারে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা রাতের আঁধারে ভোট চুরিতে বিশ্বাস করি না।

আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজে মাঠে জেলা বিএনপি’র সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাকশাল থেকে

গণতন্ত্রকে উদ্ধার করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেছেন। বেগম খালেদা জিয়া প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করেছেনন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যদি কেউ করে থাকে, সংস্কার যদি কেউ করে থাকে সেই দাবি শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী দল করতে পারে। আর কারো অধিকার নেই।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান বক্তার বক্তব্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, আমাদের নেতা তারেক রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনে শুধু সকল রাজনৈতিক দল নয়, এই সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ ওই ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গণঅভ্যুত্থান রচনা করেছিল। আজকে কি এমন ঘটল যে, গণঅভ্যুত্থানের এক বছরের মধ্যেই আমরা কৃতিত্ব দাবি করতে বা আগামী নির্বাচনে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্থানটি নিশ্চিত করতে গিয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের শক্তির মধ্যে বিভেদ রেখা টানতে চলেছি? ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির মধ্যে যদি বিভেদ রেখা টানা যায়, যদি বিভেদ দেখা দেয়, লাভটি কার হয় সেটা নিশ্চয়ই সবাইকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লাভ হয় ওই শেখ হাসিনা, শেখ হাসিনার দোসর এবং যারা ফ্যাসিবাদের রচয়িতা তাদের।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য আমান উল্লাহ আমান।

উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, ১৬ বছর বাংলাদেশ ছিল গণতন্ত্রহীন, মানবাধিকারহীন। বাংলাদেশে কোনো গণতন্ত্র ছিল না, একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল। দেশের ক্রান্তিকাল যখনই আসে, তখনই জিয়া পরিবারের আত্মত্যাগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ মুক্তি পায়। জিয়াউর রহমানের একাত্তরের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বেগম জিয়ার নেতৃত্বে স্বৈরাচার এরশাদের পতন হয়েছিল। সর্বশেষ তারেক রহমানের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ২৪ শে আমরা পেয়েছি নতুন বাংলাদেশ।

জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় সম্মেলনে বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির

যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আমিরুল ইসলাম, ফয়েজ মোহাম্মদ, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক উদ্দিন আহমেদ, মাগুরা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক
আলী আহমেদ, যশোর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খান বাবু।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোঃ ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, মীর ফারুক হোসেন, মোঃ আনছারুল হক, জেলা বিএনপির সদস্য সাবেক পিপি আবু সালেহ নাসিম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টুসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন শেষে বিনাপ্রতিদ্বন্দীতায় নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির নতুন সভাপতি মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক কামরুল

১৭ বছর পর মেহেরপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন উপলক্ষে নির্বাচনের মাধ্যমে বিনা প্রতিদ্বদন্দীতায় জাভেদ মাসুদ মিল্টন সভাপতি ও অ্যাড. কামরুল হাসান সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়া রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, আখেরুজ্জামান সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচত হয়েছে। আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজে মাঠে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।